ARAB KABITA

প্রথক প্রকাশ ঃ ১লা বৈশাখ ১৩৬৭,

প্রকাশক
রঞ্জিৎ বসু
ভারতী প্রকাশনী
৪ কলেজ রো
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রক
নবদ্বীপ বসাক
পাবলিসিটি কনসার্ন
৩ মধু গুপ্ত লেন
কলিকাতা-৭০০ ০১২

প্রচ্ছদ
পান্নালাল মল্লিক

সূচীপত্র

মাহমুদ দারভিশ :

পরিচয় পত্র ॥ ১ ॥ বিজন ঘোষ
নির্বাসিতের পত্র ॥ ৪ ॥ সুনীলকুমার ঘোষ
প্রতিরোধ ॥ ৮ ॥ বিজন ঘোষ
একটি মানুষের সম্বন্ধে ॥ ৯ ॥ বিজন ঘোষ
রুমাল ॥ ১০ ॥ সুনীলকুমার ঘোষ
প্রতিক্রিয়া ॥ ১২ ॥ বিজন ঘোষ
প্যালেস্টাইন থেকে নির্বাসিত
একজন প্রেমিকের উক্তি ॥ ১৩ ॥ সুনীলকুমার ঘোষ
ক্রোধ ॥ ২০ ॥ রমেন বন্দ্যোপাধ্যায়
শোক গাথা ॥ ২১ ॥ সুনীলকুমার ঘোষ
আশা ॥ ২৬ ॥ বিজন ঘোষ
আল-আসিফার শপথ ॥ ২৭ ॥ রমেন বন্দ্যোপাধ্যায়

শাম্মী আল্-কশেম :

একজন দেউলিয়ার উক্তি ॥ ২৯ ॥ সুনীলকুমার ঘোষ
অ্যান্টিগোন ॥ ৩২ ॥ বিজন ঘোষ
বন্দীর চিঠি ॥ ৩৪ ॥ বিজন ঘোষ

তৌফিক জায়াদ :

অসম্ভব ॥ ৩৫ ॥ সুনীলকুমার ঘোষ
বিদ্রোহীর স্বর ॥ ৩৮ ॥ জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়
অলিভ গাছ ॥ ৪০ ॥ শুদ্ধসত্ত্ব বসু
একটি কবিতা ॥ ৪২ ॥ বিজন ঘোষ
অতীতের কথা ভুলে যাও
এবং জাগো ॥ ৪৩ ॥ বিজন ঘোষ

ফাদওয়া তুকান :

বন্যা ও বৃক্ষ ॥ ৪৪ ॥ শুদ্ধসত্ত্ব বসু
খ্রীস্টকে ॥ ৪৫ ॥ বিজন ঘোষ
প্যালেস্টাইন—তুমি চিরকালের ॥ ৪৭ ॥ আলোক মুখোপাধ্যায়

সালেম জুবরান :

নির্বাসিত ॥ ৪৮ ॥ জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

আমার দেশ ॥ ৪৯ ॥ বিজন ঘোষ

মা ॥ ৫০ ॥ আলোক মুখোপাধ্যায়

জেলের মধ্যে গান ॥ ৫১ ॥ সুনীলকুমার ঘোষ

ফৌজী আল্-আস্মার :

কোন এক ইহুদী বন্ধুকে ॥ ৫২ ॥ বিজন ঘোষ

পথ ॥ ৫৩ ॥ রমেন বন্দ্যোপাধ্যায়

রাশা হুসেন :

॥ ৫৪ ॥ সুনীলকুমার ঘোষ

নাজি খের :

মরীচিকা ॥ ৫৫ ॥ বিজন ঘোষ

অ্যালি এল রোগুই :

জনৈক বিপ্লবীর প্রার্থনা ॥ ৫৬ ॥ মানস ঘোষ

শামী এল গাসেম :

রাষ্ট্রসংঘের সমস্ত সুবেশ সদস্যদের ॥ ৫৭ ॥ সুনীলকুমার ঘোষ

রান্দা হামউই :

আমি জানতাম আমি কী করবো ॥ ৫৯ ॥ মানস ঘোষ

লিখে রাখ
আমি আরববাসী
আমার কার্ড নম্বর পঞ্চাশ হাজার
সন্তানের সংখ্যা আট
আগামী গ্রীষ্মে আমার নবম সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে
তোমরা কি বিব্রত হলে ?

লিখে রাখ
আমি আরবদেশের মানুষ
পেশা : শ্রমিকভাইদের সঙ্গে পাথর কাটা
তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পারছ
ছেলেমেয়েদের জন্যে
আমাকে রুটিও কাটতে হবে
কাপড় আর বই-এর দোকানেও
কাজ করতে হবে
আমি কোনদিনই তোমাদের দরজায়
ভিক্ষাপাত্র নিয়ে দাঁড়াব না
আমি আরববাসী
তোমরা কি রাগ করলে ?

আমার কোন নাম নেই
আমার চারপাশের সব কিছু
ক্রোধবহ্নিতে টগবগ করে ফুটছে
তবুও আমি অধীর হইনি
আমার শেকড় রয়েছে এইখানে
অলিভ আর পপলার গাছের তলায়
দরিদ্র চাষীর ঘরে আমার জন্ম
লাঙল ঠেলাই আমার বংশগত পেশা
আমাদের বংশের কোন কুলুজি নেই
বাড়িঘর বলতে

হোগলার বেড়া দেওয়া একটি কুটির
মানুষের প্রয়োজন তাতে কতটুকু মেটে ?

লিখে রাখ
আমি আরবদেশের মানুষ
আমার চুলের রঙ ঘন কালো
চোখ কটা
এই থেকে আমার চেহারার আদলটা
তোমরা বুঝতে পারবে :
'কেফিয়া' আর 'আকাল' দিয়ে
আমার মাথার পাগড়ি তৈরি
আমার হাতদুটি পাথরের মত শক্ত
ক্ষত-বিক্ষত
আমার প্রিয় খাদ্য : অলিভের তেল
আর সুগন্ধি লতা
ঠিকানা : একটি বিস্মৃতপ্রায় নিরীহ গ্রাম
সেখানের পথগুলির কোন নাম নেই
সেখানের সব মানুষেরা
মাঠে আর পাথরের খনিতে কাজ করে
মানুষের বাঁচার পক্ষে
এটাই কি যথেষ্ট ?

তোমরা আমার আঙুরের ক্ষেত চুরি করেছ
যে-মাঠে আমি ফসল ফলাতাম
সেই মাঠও করেছ চুরি
রুক্ষ পাথর ছাড়া আমার সন্তানদের জন্যে
তোমরা কিছুই রেখে যাওনি
শোনা যাচ্ছে
তোমাদের সরকার নাকি সেই রুক্ষ পারথগুলিও
কেড়ে নেবে

তাহলে
প্রথমেই তোমরা লিখে রাখ
আমি কাউকে ঘৃণা করি নে
আমি কারও কিছু চুরি করি নে
কিন্তু আমাকে যদি ক্ষুধার্ত থাকতে
বাধ্য করা হয়
আমি অত্যাচারীকে রেহাই দেব না
তার মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাব।
সাবধান
আমার ক্ষুধা আর ক্রোধকে নিয়ে
তোমরা কেউ ছেলেখেলা করো না।

Identity Card : অনুবাদ : বিজন ঘোষ

তোমার জন্যে আমার চুম্বন পাঠালাম
সেই সঙ্গে শুভেচ্ছাও
আর কী বলব ?
কোথায় শুরু করব আর থামবো কোথায়
কিছুই জানি নে।
সময় ঢেউ-এর মত পাক খেয়ে খেয়ে চলেছে
আদিগন্ত—তার কোন কূল নেই কিনারাও নেই
এই নির্বাসনে আমার সম্বল কেবল
এক টুকরো শক্ত রুটি
ব্যাকুলতা
এবং আমার সমস্ত ব্যর্থতার
খাতাভর্তি স্তূপীকৃত ইতিহাস
আমি শুরু করব কোথায় !

এতদিন যা কিছু বলেছি
কিম্বা ভবিষ্যতে যা কিছু বলব
তাদের কোনটিই আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে
যেতে পারবে না
পারবে না বৃষ্টি ঝরাতে
কিম্বা হারিয়ে-যাওয়া ক্লান্ত কোন পাখির ডানায়
পালক গজাতেও সাহায্য করবে না।

বেতারের মারফৎ বাণী পাঠাচ্ছি :
তাকে বলো আমি ভাল আছি
আমি চড়াই পাখিকে বলছি :
যদি কোন দিন তার কাছাকাছি গিয়ে পড়
আমার কথা ভুলে যেয়ো না
তাকে বলো আমি ভাল আছি।

আশার কথা
আমার চোখ এখনও দৃষ্টিহীন হয়নি

আকাশে এখনও চাঁদ জেগে আছে
আমার পুরানো পোশাক এখনও নষ্ট হয়নি
অস্বীকার করে লাভ নেই
পোশাকটা এখানে-ওখানে ছিঁড়ে গিয়েছিল
সেগুলিতে আমি তালি দিয়ে নিয়েছি
এখন বেশ পরা যায়।

আমার বয়স এখন বিশ বছর ছাড়িয়ে গিয়েছে
মা, তুমি দেখলে বুঝতে পারতে
আমি এখন বড়ো মানুষের মত কাজ করতে পারি
রেঁস্তোরাতে খাবার পাত্র পরিষ্কার করি
খদ্দেরদের জন্যে কফি তৈরি করি
তাদের আনন্দ দেওয়ার জন্যে
মুখে আমি সাজানো হাসিটি ফুটিয়ে রাখি।

অন্যান্য যুবকদের মত
পাঁচিলের গায়ে হেলান দিয়ে
কোন যুবতীর সঙ্গে আলাপ করার জন্যে
আমি এখন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সিগারেট খাই
নারী ছাড়া জীবন দুর্বিসহ
আমার বন্ধু একটুকরো রুটি চেয়েছিল
"প্রতিটি রাত্রিতে যে মানুষ ক্ষুধার্ত পেটে
বিছানায় শুতে যায়
তার বেঁচে থেকে লাভ কী ?"

আমি ভালই আছি
আমার একটুকরো রুটির সম্বল রয়েছে
আর রয়েছে কিছু শাকসব্জীও।
বেতারে নির্বাসিতদের কথাও আমি শুনতে পাই

তারা সবাই বলে ঃ "আমরা ভাল আছি।"
কেউ বলে না ঃ "আমি অসুখী।"

বাবা কেমন আছেন আমাকে জানিয়ো
এখনও কি তিনি প্রার্থনা করেন
এখনও তিনি ছোট ছেলেদের ভালবাসেন
পৃথিবী আর অলিভ গাছগুলিকেও ?
এবং ভাইয়েরাই বা সব কেমন আছে
বাবার ইচ্ছামত তারা কি সবাই
শিক্ষক হয়েছে ?

আমার কান্না আসে কেন জান ?
কোন সন্ধ্যায় আমি যদি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ি
রাত্রি কি আমাকে সহানুভূতি জানাবে ?
উদ্বাস্তু হয়ে আমি এখানে এসেছিলাম
কোনদিনই নিজের দেশে ফিরে যাই নি।
যে গাছের তলায় আমি পড়ে গিয়েছিলাম
সে-গাছ কি মনে রাখবে যে
সেই মৃতবন্ধু একটি মানুষ
আমার মরা দেহটিকে শকুনের আক্রমণ থেকে
বাঁচিয়ে রাখতে সে কি চেষ্টা করবে ?

মা
এ চিঠি কেন লিখলাম আমি জানিনে
এ চিঠি কে তোমার কাছে পৌঁছিয়ে দেবে
স্থল জল আর আকাশের পথ আজ রুদ্ধ
এবং তোমরাও হয়ত সব মৃত
অথবা আমারই মত কোন জায়গায় বেঁচে আছ
যে জায়গার কোন ঠিকানা নেই।

যাদের কোন দেশ নেই
যাদের কোন আস্তানা নেই
যাদের কোন পতাকা নেই
যাদের কোন ঠিকানা নেই
তাদের বেঁচে থাকার কি কোন দাম আছে ?

Letter from Exile : অনুবাদ : সুনীলকুমার ঘোষ

প্রতিরোধ ■ মাহমুদ দারভিশ

তোমরা আমাকে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধতে পার
আমার লেখার খাতা আর সিগারেট কেড়ে নিতে পার
মুখে মাটি ভরে দিয়ে
তোমরা আমার কণ্ঠকে রুদ্ধ করতে পার।
কিন্তু আমার কবিতা
সে যে আমার স্পন্দমান হৃদপিণ্ডের রক্তোচ্ছ্বাস
আমার আহারের লবণ, আমার নয়নের অশ্রু।
সেই কবিতা লেখা হবে নখের আঁচড়ে
চোখের আগুনে আর ছোরার মুখ দিয়ে।
সেই কবিতা আমি সুর করে গাইবো
আমার কারাকক্ষে···
স্নানের ঘরে···
আস্তাবলে···
চাবুকের ঘা খেতে খেতে···
হাতকড়া বাঁধা অবস্থায়···
শৃঙ্খলের তীব্র বেদনায়···
আমাকে সংগ্রামী গান শোনানোর জন্যে
আমার মনে লক্ষ লক্ষ পাপিয়া
বাসা বেঁধে রয়েছে।

Defiance : অনুবাদ : বিজন ঘোষ

একটি মানুষের সম্বন্ধে ■ মাহমুদ দারবিশ

ওরা তার মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল
মৃত্যুশিলার সঙ্গে তাকে বেঁধে বলেছিল ঃ
তুমি নরঘাতক।

ওরা তার খাবার, জামাকাপড় আর পতাকা
কেড়ে নিয়েছিল
মৃত্যুকক্ষে তাকে ছুঁড়ে দিয়ে বলেছিল ঃ
তুমি তস্কর।

সব জায়গা থেকে সে বিতাড়িত হয়েছিল
ওরা তার আদরের ছোট মেয়েটিকেও
ছিনিয়ে এনে বলেছিল ঃ
তুমি উদ্বাস্তু।

ফুলে-ওঠা দুটি চোখ
আর রক্তমাখা দুটি হাতকে
তুমি বল ঃ
এই রাত ভোর হবে
কারাপ্রাচীর ভেঙে যাবে
শৃঙ্খল বলে আর কিছু থাকবে না
নীরো মরেছে কিন্তু রোম মরে নি
চোখের আগুন দিয়ে সে যুদ্ধ করেছে
শুকনো গমের একটি শিষ থেকে
সারা মাঠ অফুরন্ত সবুজ শিষে ভরে উঠবে।

About A Man : অনুবাদ ঃ বিজন ঘোষ

মৃত দেশপ্রেমিকের সমাধির মত
তোমার নিস্তব্ধতা
প্রবহমানা, ক্রমবর্ধমানা।
কেমন করে পাখির মত
আমার হৃদয়ের ওপরে তোমার হাত দু'টি
ঘুরে বেড়াতো
এখন আমি তা স্মরণ করতে পারি।
প্রিয়তমে, দুশ্চিন্তা করো না
বিদ্যুতের সমস্ত যন্ত্রণা
বিষন্ন দিগন্তের কাছে ছেড়ে দাও
অন্য চিন্তার জন্যে
তৈরি কর নিজেকে ঃ
সে-চিন্তা হল রক্তাক্ত চুম্বনের চিন্তা
সূর্যতাপে জর্জরিত পৃথিবীর চিন্তা
এবং মৃত্যুর চিন্তা
আমার মৃত্যু, এবং
শোক করার যে দুঃখ তার চিন্তা।

আমাদের বিদায়ক্ষণের রুমালগুলি
শবাচ্ছাদন বস্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়,
পোড়া গাছের মধ্যে দিয়ে বাতাস
যখন বয়ে যায়
উপত্যকার গভীরে রক্তের ফোয়ারা ওঠে
এবং একটি প্রত্যয়ের আহ্বানে
সিন্ধবাদ নাবিকের পালে
একটি ব্যাকুলতা নিঃশব্দে কাঁদতে থাকে।

প্রিয়তমে, ফিরে এস
আমাদের বিচ্ছেদের জন্যে
রুমালগুলি দীর্ঘশ্বাস ফেলছে

বিচ্ছেদের দুঃখ তাদের দিয়ো না
বাঁশীর সুরে ডাক দাও তাদের।
আনন্দের মধ্যে নিশ্চয় আবার
আমাদের মিলন হবে
নির্বাসনের দিনগুলিতে
সেই আশাই দিন-দিন জোরালো হয়ে উঠছে
অজস্র মৃত্যুর জন্যে তুমি চিৎকার করে কেঁদ না,
তোমার চোখ দুটি ছাড়া আমার আর কিছু নেই
প্রেম-সঙ্গীতের স্মারকলিপি হিসাবে
আমাদের বিদায় মুহূর্তের রুমালগুলিকে
প্রকাশ্যে জাহির করো না,
বরং
সেই রুমালগুলি দিয়ে প্রিয়তমে
মাতৃভূমির একটি ক্ষতকে জড়িয়ে রাখ।

Kerchiefs : অনুবাদ : সুনীলকুমার ঘোষ

প্রিয় স্বদেশভূমি
শৃঙ্খল থেকে আমার মধ্যে
ঈগলের কঠোরতা জন্ম নেয়
আর জন্ম নেয় আশাবাদীর কোমলতা।
আমি জানতাম না
আমাদের চামড়ার আড়ালে
ঝঞ্ঝার সূচনা হয়
ছোট-ছোট নদীগুলি একসঙ্গে এসে মেশে।

একটি অন্ধকার কারাকক্ষে তারা আমাকে বন্ধ করে রেখেছিল
সূর্যের আলোতে আমার হৃদয় ভাস্বর হয়ে উঠেছিল।
কারাকক্ষের দেওয়ালে তারা আমার নম্বর লিখে রেখেছিল
সেই দেওয়ালগুলি রূপান্তরিত হয়েছিল সবুজ চারণ-ভূমিতে।
তারা এঁকে রেখেছিল আমার ঘাতকের মুখ
সেই মুখ ধূমায়িত অগ্নিশিখায় বিলীন হয়েছিল।
দাঁত দিয়ে আমি দেওয়ালে খোদাই করেছিলাম তোমার মানচিত্র
লিখে রেখেছিলাম পলাতকা রাত্রির গান।

পরাজয়ের গ্লানি অন্ধকারে নিক্ষেপ করে
আলোর ঝরণায় আমার হাত দু'টিকে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম।
কিছুই তারা জয় করতে পারেনি
কিছুই নয়
তারা শুধু ভূকম্পনকে জাগিয়ে তুলেছিল।
তারা শুধু দেখেছিল আমাদের ললাটের দীপ্তি
আর শুনেছিল শৃঙ্খলের ঝনঝন্ শব্দ।

আমার মহৎ উদ্দেশ্যের যূপকাষ্ঠে
যদি আমি মারা যাই
তবে আমি সাধুসন্তের পর্যায়ে পড়ব
আমি একজন জীবন সংগ্রামী।

The Reaction : অনুবাদ : বিজন ঘোষ

প্যালেস্টাইন থেকে
নির্বাসিত একজন প্রেমিকের উক্তি ■ মাহমুদ দারভিশ

আমার বুকে তোমার চোখ দুটি
কাঁটার মত বিঁধছে।
যন্ত্রণায় টনটন করে উঠছে বুক
তবু এই কাঁটাটিকে আমি ভালবাসি
এটিকে আমি
রক্ষা করে চলেছি ঝড়ের প্রকোপ থেকে।
রাত্রির অন্ধকার আর যন্ত্রণার হাত থেকে
বাঁচিয়ে রাখার জন্যে
এই কাঁটাটিকে আমি বুকের পাঁজরে
বিঁধিয়ে দিই
সেই ক্ষতের ভেতর দিয়ে হাজার নক্ষত্রের আলো
ঝলসে পড়ে।
বর্তমানেই আমি ভবিষ্যতের জন্যে
প্রস্তুত হয়ে উঠি
এই ভবিষ্যৎ আমার আত্মার চেয়ে প্রিয়তর।
চোখাচোখী হলে
ভুলতে আমার দেরি হয় না যে
বন্ধ দরজার ওপারে একদিন
আমরা দুজনে দুজনকে ভালবাসতাম।

তোমার কথাগুলি আমার কাছে
গানের কলি হয়ে ফুটে উঠতো
সেই গান আমি গাইতে চেষ্টা করতাম
তবুও দুঃখের রাত্রি চারপাশ থেকে
আমাকে আচ্ছন্ন করল
নীরব করে দিল বসন্তের গোলাপী ঠোঁটদুটিকে।
চড়ুই পাখির মত
আমার বাড়ীর অলিন্দ ছেড়ে
তোমার কথাগুলি উড়ে গেল

এবং সেই ভালবাসার টানে
আমার শরতের দিনগুলিও হারিয়ে গেল
কোথায় কে জানে।
আমাদের স্বপ্নিল দিনগুলি
ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল
ঝাঁপিয়ে পড়ল দুঃখের পঙ্গপালেরা।
আমরা কেবল কুড়িয়ে নিলাম
সেই ভাঙা শব্দের টুকরোগুলি।
তবু আমাদের মাতৃভূমির শোকগাথা
আমরা প্রাণভরে গাইতে পারলাম না।
সেই শোকগাথাকে আমরা গীটারের
তারে বাঁধবো
এবং বিকৃত চাঁদ আর পাথরের কাছে
সেই গান গাইব।
কিন্তু হায় বিস্মৃতা,
তুমি চলে গিয়েছ বলে
নাকি আমিই মূক হয়েছি বলে
কিসের জন্যে আমার গীটারে আজ
ধুলো জমলো, সুর ফুটল না
তা আজ আমার মনে নেই।
একটি নিঃসঙ্গ অভিযাত্রীর মত
কাল তোমাকে আমি সমুদ্রবন্দরে দেখেছি।
ছন্নছাড়ার মত তোমার কাছে আমি
ছুটে গিয়েছি
পূর্ব পুরুষদের বিজ্ঞতাকে আমি প্রশ্ন করেছি
"একটি চিরসবুজ কমলালেবুর বাগানকে যদি
জেলখানার ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়
নির্বাসনে অথবা কোন বন্দরে পাঠানো হয়
তাহলে

স্থানচ্যুত হওয়া সত্বেও
সমুদ্রের নোনা হাওয়া লাগা সত্বেও
দেশে ফিরে যাওয়ার তীব্র বাসনা থাকা সত্বেও
কেন সে তেমনি সজীব থাকে ?"
আমি ডায়েরিতে লিখে রাখি :
"সমুদ্রের বন্দরে দাঁড়িয়ে দেখলাম
পৃথিবীর ওপরে শীতের আমেজ নেমেছে
অথচ আমাদের জন্য কমলালেবুর খোসা ছাড়া
আর কিছু নেই
আমার পিছনে শুধু মরুভূমি ।"
কণ্টকে আকীর্ণ পাহাড়ের চূড়ায় মেষপালিকা
আমি তোমাকে দেখেছি
তোমার সঙ্গে কোন মেষ ছিল না
ধ্বংসস্তূপের মধ্যে তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছিলে ।
বাড়ী থেকে আমি যখন অনেক দূরে
তখন তুমি ছিলে আমার সাজানো বাগান ।
সেই রুদ্ধ দুয়ারে আমি আঘাত হানতে চাই
কিন্তু হায়রে হৃদয়
আমার বুকের ওপরেই
সেই দরজা, সেই জানালা, সিমেণ্ট, আর
পাথরগুলি দাঁড়িয়েছিল ।
সুগভীর পাতকূয়া, এবং শস্যের মরাই-এ
ক্লান্ত, বিপর্যস্ত তোমাকে আমি দেখেছি ।
রাত্রির কাফেতে
খরিদ্দারদের খানার টেবিলের পাশে
দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হুকুম তামিল করতে
আমি তোমাকে দেখেছি
ক্ষতবিক্ষত হয়ে চোখের জলে নিঃশব্দে
কাঁদতে তোমাকে আমি দেখেছি ।

তুমি নির্ভেজাল বিশুদ্ধ বাতাস,
আমার ভাষা দিয়ে তুমি কথা বল
তুমিই আমার পান করার জল
তুমিই আমার বেঁচে থাকার উদগ্র কামনা ।

তোমার ছিন্ন-মলিন পোশাক
পাহাড়ের গুহার মুখে দড়িতে টাঙিয়ে
শুকনো করতে
আমি তোমাকে দেখেছি
দোকান-পাটে, পথে-প্রান্তরে, খোঁয়াড়ে
সূর্যের রক্তাক্ত আলোতে
হতভাগ্যদের গানের ভেতরে তোমাকে আমি দেখেছি
ছায়াবৃতা, হতভাগ্য তুমি ।
সমুদ্রের লবণাক্ত সৈকতে বালির ওপরে
তোমাকে আমি দেখেছি
মাটির, শিশুদের এবং আরবী যুঁইফুলের
সৌন্দর্য তোমার ।

আমি প্রতিজ্ঞা করছি
আমার চোখের পাঁপড়ি দিয়ে
একটি রুমাল তৈরি করব
সেই রুমালে তোমার চোখ দুটির জন্যে
ছড়ার চিকন তুলে দেব
এমন একটি নাম সেখানে আমি লিখে রাখবো
যে নাম একদিন সঙ্গীতমুখর ছিল
সেই নামের গোড়ায় আর আগাছা
জন্মাতে পারবে না ।
মধু আর চুম্বনের চেয়েও একটি সুন্দর বাক্য
আমি লিখে রাখবো :

"তুমি একদিন প্যালেস্টাইন ছিলে
এবং আজও তাই রয়েছ।"
একদিন বাত্যাবিক্ষুব্ধ সন্ধ্যায়
আমি ঘরের দরজা আর জানালা খুলে দিয়েছিলাম
দেখলাম আমাদের রাত্রির আকাশে
শক্ত চাঁদ উঠেছে
আমি রাত্রিকে বললাম :
তুমি অন্ধকার আর তার বেড়ার চারপাশের ঘোর
সেই অন্ধকার দূর করার শপথ নিয়েছি আমি
যতক্ষণ আমাদের সঙ্গীত
শাণিত তরোয়ালের মত ঝলসে উঠবে
ততক্ষণই তুমি আমাদের অনূঢ়া বন্ধু
যতক্ষণ আমাদের সঙ্গীত আমাদের জমিকে
উর্বর করে রাখবে
ততক্ষণই তুমি আমাদের কাছে
বিশুদ্ধ এবং নির্ভেজাল শস্যের কণা।
আমাদের কাছে তুমি একটি বিশুদ্ধ
'পাম' গাছের মত।
ঝড় অথবা কুঠার তাকে
ভূপাতিত করতে পারবে না
অরণ্য অথবা মরুভূমির পশুরা
তার অলকগুচ্ছকে নষ্ট করতে পারবে না।
কিন্তু আমি আজ নির্বাসিত
বেড়ার এপাশে
রুদ্ধ দুয়ারের ভেতরে
তোমার চোখের আড়ালে আমাকে আশ্রয় দাও :
তুমি যা-ই হও না কেন
মনে রেখ আমি তোমারই
মনে রেখ আমি অন্য কারও নই।

আমি আবার তোমার কাছে ফিরে যাব
তোমার হৃদয়ের কাছে
তোমার চোখের কাছে
তোমার রান্নাঘরে
তোমার সঙ্গীতের আসরে
হে মাতৃভূমি, তোমার কোলে
আবার আমি ফিরে যাব।
দুঃখের স্মৃতি হিসাবে আমাকে
তুমি গ্রহণ কর
তোমার দুর্দিনের কবিতা হিসাবে
আমাকে তুমি গ্রহণ কর
আমাকে তোমার খেলনা হিসাবে
তোমার ঘরের ইঁট হিসাবে গ্রহণ কর।

তার চোখ দুটি প্যালেস্টাইনের
তার নাম প্যালেস্টাইন
তার স্বপ্ন এবং দুঃখ প্যালেস্টাইনের
তার রুমাল, তার পা এবং দেহ
প্যালেস্টাইনের
তার কথা ও নীরবতা প্যালেস্টাইনের
তার স্বর প্যালেস্টাইনের
তার জন্ম এবং মৃত্যু প্যালেস্টাইনের।

কাব্যের ফুলকি হিসাবে
যাত্রাপথের পাথেয় করে
আমার খাতার পাতায় তোমার স্মৃতি
আমি নিয়ে এসেছি।
তোমার নাম ধরে আমি
উপত্যকার মধ্যে চিৎকার করেছি:
যুদ্ধের বিরুদ্ধ গতির মধ্যে

রোমের জেদী ঘোড়াদের আমি চিনি
সাবধান
আমার সঙ্গীতের বিজলি চকমকি পাথরের ওপরে
খোদাই হয়ে থাকে—
আমি সেই উদ্দাম যৌবন
বীরেদের মধ্যে বীর
জীবন আমার সমর্পিত—
আমি বিদ্রোহী, বিধ্বংসী
কবিতা দিয়ে আমি
লিভান্টের প্রবল ঝড়ের সৃষ্টি করি
সেই ঝড়ের উদ্দামে
ঈগল পাখিরা মুক্তি পায়।

তোমার নামে আমি শত্রুদের
কাছে চিৎকার করে বলি :
"ওরে কীটের দল,
কোন দিন আমি যদি ঘুমিয়ে পড়ি
তোমরা আমার দেহটিকে খেয়ে ফেল,
পিঁপড়ের ডিম কখনও ঈগল পাখির
জন্ম দিতে পারে না
এবং সাপের ডিমে
সাপ ছাড়া অন্য কিছু জন্মায় না।
আমি রোমের ঘোড়াদের চিনি
তবুও সবার আগে আমি জানি
আমি হচ্ছি উদ্দাম যৌবন
বীরের মধ্যে বীর
আমার জীবন দেশের কাজে
সমর্পিত
উৎসর্গীকৃত।"

A Lover from Palestine : অনুবাদ : সুনীলকুমার ঘোষ

ক্রোধ

মাহমুদ দারবিশ

আমার হৃদয়ের রক্তপদ্মগুলি
পুড়ে কালো হয়ে গেল
আমার মুখের ভেতর থেকে
অগ্নিকণা বিচ্ছুরিত হল ;
বুভুক্ষার দানবদল !
কোন্ অরণ্য, কোন্ নরক থেকে
তোমরা এসে হাজির হলে ?

দুঃখের আনুগত্য মেনে নিতে আমি শপথ নিয়েছি
বুভুক্ষা আর নির্বাসনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছি
আমার হাতের শিরাগুলি ক্রোধে উন্মত্ত
আমার মুখের শিরাগুলি ক্রুদ্ধ
আমার ধমনীর রক্তস্রোতে ক্রোধের নির্যাস ;
ক্ষমা করো, গীতি কবিতার বিলাস আমার জন্যে নয়
প্রবল শক্তিমান অরণ্যে
ফুলকেও আদিম অরণ্য হতে হয় ।

আমার বহু পুরাতন ক্ষতের মধ্যে
আমার ক্লান্ত বাণী বিশ্রাম নিক
এটাই আমার যন্ত্রণা ,
বালির ওপরে অথবা মেঘের গায়ে
একটি বেপরোয়া আঘাত
বর্তমানে এটাই যথেষ্ট যে আমি ক্রোধে ফেটে পড়ছি
বিপ্লব আসবে আগামীকাল ।

Anger :

অনুবাদ : [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের দেশে মানুষেরা
দুঃখের সঙ্গে একটি কাহিনী বলে
আমার একটি বন্ধুর কাহিনী
বন্ধুটি আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছে
আর ফিরে আসে নি

তার নাম···
না না তার নাম উচ্চারণ করো না
নামটি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে
গাঁথা থাক···
ছাই-এর মত বাতাস যেন তাকে
চারপাশে ছড়িয়ে দিতে না পারে
আমাদের হৃদয়ের মধ্যেই তাকে থাকতে দাও
সে-ক্ষতর কোন চিকিৎসা নেই।
হে প্রিয় বন্ধুগণ, হে অনাথ মানুষের দল
অজস্র নামের ভিড়ে
পাছে আমরা সেই নামটিকে হারিয়ে ফেলি
সেইজন্যে আমি বিব্রত হয়ে থাকি
আমি ভয় পাই
হয়ত শীতের বৃষ্টি আর ঝড়ের মত্ততায়
তাকে আমি ভুলে যাব
আমি ভয় পাচ্ছি
আমাদের হৃদয়ের ক্ষতগুলিও হয়ত সেই সঙ্গে
নিদ্রাতুর হয়ে পড়বে

তার বয়স···
সে ছিল একটি কুঁড়ির মত
বৃষ্টির সোহাগ সে কোন দিন পায় নি
কোন চাঁদনি রাতে প্রেয়সীর জানালার ধারে
দাঁড়িয়ে সে কোনদিন প্রেমের গান গায় নি

প্রেয়সীর জন্যে অপেক্ষা করে
সে কোন দিন ঘড়ির কাঁটা বন্ধ করে নি
দেওয়ালের কাছে দাঁড়ালেই তার
হাত দুটি অবশ হয়ে আসত
প্রাণের তীব্র কোন আকাঙ্ক্ষার দিকে
সে চোখ মেলে তাকায় নি
সে কোন যুবতীকে চুম্বন করে নি
সে কোন যুবতীর সঙ্গে প্রেমের ভান করে নি
কেবলমাত্র জীবনে দু'বার সে একটি মেয়েকে
ভালবেসেছিল
কিন্তু সেই মেয়েটি তাকে তেমন আমল দেয়নি
তার বয়স ছিল কম
আশার মত
তার কাছে যাওয়ার পথটি সে
হারিয়ে ফেলেছিল

শোনা যায়
চলে যাওয়ার সময়
সে তার মায়ের কাছ থেকে বিদায় নেয় নি
বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে
সে কোন দিনক্ষণ স্থির করে নি
আশঙ্কা অপনোদন করার জন্যে
সে কোন বার্তা রেখে যায়নি
সে কাউকে কিছু বলেও যায় নি

মা তার জন্যে দীর্ঘ রাত্রি
অপেক্ষা করে বসেছিলেন
তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে
ভেবেছিলেন,
তার জিনিসপত্র, সুটকেশ, আর

বালিশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে
দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন :
"হে মেঘ, হে রাত্রি, হে নক্ষত্র, হে ঈশ্বর
আমার সেই পলাতক পাখিটিকে
তোমরা কি কেউ দেখেছ
তার চোখ দুটি চিকচিকে দুটি তারার মত
তার হাত দুটি পুষ্পস্তবকের মত কোমল
তার বুকটি ছিল চাঁদ আর নক্ষত্রদের
মাথা রাখার জায়গা
তার চুলগুলি নিয়ে বাতাস আর ফুলেরা
খেলা করত
তোমরা কি সেই পথিককে দেখেছ
সে এখনও ভাল করে পথ চলতে শেখে নি
কিছু খাবার সঙ্গে না নিয়েই সে চলে গিয়েছে
খিদে পেলে কে তাকে খেতে দেবে ?
হায়, আমার ছেলেটাকে একটু সহানুভূতি
দেখাবে কে
পথের বিপদ থেকে কে তাকে
রক্ষা করবে
তাকে যে কেউ চেনে না।"

হে রাত্রি, হে নক্ষত্র, মেঘের দল
এবং পথের আবর্ত
তাঁকে বলো : আমরা কিছুই জানি নে
দুঃখ, যন্ত্রণা এবং চোখের জলের চেয়ে
এই আঘাত অনেক বড়
সত্যি কথাটা তুমি সহ্য করতে পারবে না
কারণ তোমার ছেলে আর বেঁচে নেই।

মা, তোমার চোখের জলের উৎসটিকে

শুকিয়ে ফেল না
প্রতিটি সন্ধ্যার জন্যে সেটিকে
জীইয়ে রেখ
কারণ তোমারই ছেলের মত
অসংখ্য পথিকের মৃতদেহে
সমস্ত পথ ঘাট আকীর্ণ হয়ে উঠবে।

তুমি চোখের জল মুছে ফেল
যে-সব নির্বাসিত প্রিয় বন্ধুরা
আগেই মারা গিয়েছে
তাদের উদ্দেশ্যে আমাদের অশ্রুপূর্ণ স্মারকলিপি
তুমি গ্রহণ কর

মা, তোমার চোখের জল
নিঃশেষ করে ফেল না
আগামীকাল হয়ত তার বাবা
কিম্বা তার ভাই
অথবা তার কোন বন্ধু আমিই
হয়ত বা হারিয়ে যাব
তাদের জন্যে দুফোঁটা অশ্রু
সঞ্চয় করে রেখ

আমাদের দেশে
আমার বন্ধুকে উদ্দেশ্য করে
অনেকে অনেক কথা বলে থাকে
কেমন করে সে চলে গেল
আর ফিরে এল না
কেমন করে সে যৌবন হারাল
কেমন করে বুলেটের পর বুলেট এসে
তার মুখটিকে বিকৃত করল

গুঁড়িয়ে দিল তার পাঁজরগুলি···
বন্ধুগণ, দয়া করে আর বর্ণনা বাড়িও না
আমি তার আঘাত দেখেছি
দেখেছি তার ক্ষতের পরিমাণ
আমি অন্যান্য শিশুদের কথা ভাবছি
আর ভাবছি সেইসব জননীদের কথা
যাঁদের শিশুরা এখনও কচি
প্রিয় বন্ধু, কখন সে ফিরে আসবে
সে-প্রশ্ন আমাকে তোমরা করো না
কেবল প্রশ্ন কর :
কখন মানুষরা জাগবে !

Elegy : অনুবাদ : সুনীলকুমার ঘোষ

তোমরা বলতে পার :
ইচ্ছে করলে আমি আলজিরিয়াতে
রুটি বিক্রী করতে পারতাম
বিদ্রোহীদের সঙ্গে উৎসব করার জন্যে
ইয়েমেনে মেষপালক হতে পারতাম
একটি পুনর্জন্ম চোখে দেখার জন্যে
হাভানা "বার"-এ চাকরের কাজ নিতে পারতাম
দরিদ্রদের বিজয় অভিযানে অংশ গ্রহণ করতে
আশওয়ানে পাথর বইতে পারতাম
আর পারতাম পাথরদের গান শোনাতে !

বন্ধু ওসব কথা বলো না
ওসব কথা বলো না

নীল নদ ভলগায় গিয়ে মিশবে না
কঙ্গো আর জর্ডন নদীরা
ইউফ্রেতিসের সঙ্গে হাত মেলাবে না
প্রতিটি নদীরই নিজস্ব সত্তা রয়েছে

আমাদের দেশ শক্তিহীন নয়
প্রতিটি দেশেরই নিজস্ব পুনর্জন্ম আছে
প্রতিটি প্রত্যুষেই
একটি নূতন বিপ্লবীর সঙ্গে
আমাদের পরিচয় হয় ।

Of Hope : অনুবাদ : বিজন ঘোষ

তাই হোক…
এখন আমি মৃত্যুকে তুচ্ছ করব
এবং আগুনে পুড়িয়ে দেব কান্নার গানগুলিকে
অলিভ গাছগুলি থেকে ছাড়িয়ে ফেলব
রুগ্ন ডালপালাগুলি
ভয়ার্ত মানুষদের কাছে
আমি আনন্দের গান গাইছি কেন ?
কারণ
আল-আসিফা শপথ করেছে
নূতন সুরা পরিবেশন করবে
যোগাবে নূতন খাবার
এবং একটি রামধনু
কারণ
আল-আসিফা সমস্ত ভীরুপাখীদের
তাড়িয়ে দিয়েছে
এবং গাছগুলি থেকে মৃত কাঠের বোঝা
বিচ্ছিন্ন করেছে

তাই হোক…
তোমার জন্যে আমি গর্ববোধ করছি
আমাদের দুঃখের রাত্রিতে
তুমি বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ আলোর মত

যদি পথ আমার ওপর ভ্রূকুটি করে
তুমি তার বিদ্বেষ থেকে আমাকে রক্ষা করো

ভয়ার্ত মানুষদের কাছে
আমি আনন্দের গান গাইব
কারণ
ঝড়ের সূচনা থেকেই
আমায় সুরা, নূতন খাবার এবং
একটি রামধনু দেওয়ার শপথ
করা হয়েছে

আল-আসিফা — 'আল-ফাতাহ'-র ফৌজী শাখা

The Promise of Al-Asifah : অনুবাদ : রমেন বন্দ্যোপাধ্যায়

যদিও আমাকে রুজি-রোজগার বন্ধ করতে হয়
যদিও আমাকে আমার জামাকাপড় আর বিছানাপত্র
বিকিয়ে দিতে হয়
যদি আমাকে পাথরও ভাঙতে হয়
কিংবা মোট বইতে হয়
কিংবা ঝাড়ু দিতে হয়
যদিও আমাকে তোমাদের গুদাম ঘর পরিষ্কার করতে হয়
অথবা আস্তাবলের ধারে খাবার খুঁটতে হয়
অথবা অনশনে মরতে হয়
তবু, মানুষের শত্রু, শোন
আমি কোনদিনই তোমার সঙ্গে আপোষ করব না
শেষ পর্যন্ত লড়াই করব

তোমরা আমার জমি-জায়গা অপহরণ করতে পার
আমার যৌবনকে কারারুদ্ধ করতে পার
আমার বংশের সম্পদ লুণ্ঠন করতে পার
আমার বইগুলিকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পার
আমার খাবার থালায় পোষা কুকুরদের খাওয়াতে পার
আমাদের গ্রামে উন্মত্ত বিভীষিকা ছড়িয়ে দিতে পার
তবু আমি কোনদিনই তোমার সঙ্গে
আপোষরফায় নামব না
শেষ পর্যন্ত লড়াই করব

যদিও তুমি আমার চোখের সমস্ত আলো নিবিয়ে দাও
আমার ঠোঁট দুটির ওপরে
সমস্ত চুম্বন জমাট করে দাও

যদিও তুমি আমার দেশের জলবায়ুকে
অব্যক্ত অভিশাপে বিষাক্ত করে তোল
কিংবা আমার দুঃখকে নির্বাক করে দাও
আমার সঙ্গে জালিয়াতি কর
আমার সন্তানদের মুখের হাসি কেড়ে নাও
যদিও তুমি আমার সামনে হাজারটা দেওয়াল
তুলে দাও
এবং অপমানের কুশে আমার চোখ দুটিকে
বিদ্ধ কর
তবু, মানুষের শত্রু, শোন
তোমার সঙ্গে কোন আপোষ রফায়
নামছি নে.
আমার শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত
আমি লড়াই করে যাব

মানুষের শত্রু, শোন
বন্দরে বন্দরে আজ সংকেত উঠেছে
তাদেরই ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত
আমি সর্বত্র তাদের লক্ষ্য করেছি
দিকচক্রবালে আমি জাহাজের পাল দেখতে পাচ্ছি
তারা আসছে
তোমাদের সমস্ত বাধাকে প্রতিহত করে এগিয়ে আসছে
সমুদ্রে হারানো পথ থেকে
মুক্তি পেয়ে
ইউলিসিসের জাহাজ
তার নিজের দেশের দিকে এগিয়ে আসছে
সূর্য উঠছে

মানুষ এগিয়ে আসছে
এবং তারই জন্যে
আমি শপথ নিয়েছি
কোনদিন আমি তোমার সঙ্গে
আপোষ করব না
এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত
আমি লড়াই করব
আমি লড়াই করব

Report of a Bankrupt : অনুবাদ : সুনীলকুমার ঘোষ

এক
দুই
তিন
এগিয়ে চল
সামনে চল
নির্মম দেবতাদের শিকার আমরা
এই অন্ধকার যুগের লোভার্ত যজ্ঞবেদীতে
আমরা উৎসর্গীত মেষ ছাড়া আর কিছু নই।

এক
দুই
তিন
হাতে হাত রেখে এস আমরা
বিপদসঙ্কুল পথগুলি একসঙ্গে পেরিয়ে যাই ;
পিতা, তোমার চোখ দুটি এখনও উজ্জ্বল রয়েছে
তোমার পা-দুটি এখনও মাটির ওপরে অকম্পিত।

এগিয়ে চল
মানুষের দীর্ঘ বাঁচার সংগ্রামে
অশোভন দুঃখগুলিকে ছুঁড়ে ফেলে দাও
এস, আমরা
নূতন প্রভাতের সৃষ্টি করি।

চোখদুটি তোমার
তীরের আঘাতে
ক্ষতবিক্ষত হয়েছে ;
হোক
তবু পিতা,
আমি তোমার নিশীথপ্রদীপ
বিশ্বাস দিয়ে আমি সেই প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছি

আর অবিরাম আলোর জ্যোতিতে
তোমার হাত দুটি ভরিয়ে দিয়েছি।

আমি শপথ করছি
দস্যুরা তোমার যা কিছু লুণ্ঠন করেছে
সব আমি তোমাকে ফিরিয়ে দেব ;
ঈশ্বরের নামে
মানুষের সামনে
আমি এই শপথ রাখছি।

এক
দুই
তিন
এগিয়ে চল
সামনে চল।

Antigone : অনুবাদ : বিজন ঘোষ

মা
আমি বড় দুঃখ পাই
যখন শুনি
বন্ধুরা আমার সন্ধানে তোমার কাছে গেলে
তুমি চোখের জলে ভেঙে পড় ।

কিন্তু মা,
আমি বিশ্বাস করি
আমার জীবনের সমস্ত দ্যুতি
এই কারাগারেই জন্মেছে
এবং আমি বিশ্বাস করি
আমাকে যিনি শেষ দেখা দেখতে আসবেন
তিনি অন্ধ নন ।

আমি সেই দিনের প্রতীক্ষা করছি
আমি সেই দিনের প্রতীক্ষাতেই রয়েছি ।

Letter from Prison : অনুবাদ : বিজন ঘোষ

সূঁচের ভেতর দিয়ে হাতিকে গলানো
কিম্বা দিগন্ত থেকে ভাজা মাছ আহরণ করা
সমুদ্রে লাঙল দেওয়া
কিম্বা কুমীরকে মানুষ করা
তোমাদের পক্ষে সম্ভব হতে পারে
কিন্তু অত্যাচার করে
আমাদের জীবন্ত আশাকে ধ্বংস করা
অথবা আমাদের অগ্রগতিকে
বিন্দুমাত্র বাধা দেওয়া
তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

আমাদের সংখ্যা অনেক অনেক
লিড্ডা
রামলা
গ্যালিলি
সর্বত্র আমরা ছড়িয়ে রয়েছি।

তোমাদের বুকে রুদ্ধ দেওয়াল হয়ে
আমরা এখানেই থাকব
তোমাদের গলায় আমরা
কাঁচের টুকরো হয়ে থাকব
কাঁটা হয়ে তোমাদের কণ্ঠনালীতে বিঁধব
জ্বলন্ত আগুনের আভায়
তোমাদের চোখ আমরা ধাঁধিয়ে দেব।

তোমাদের বুকের ওপরে দেওয়ালের মত
আমরা এখানে থাকব
তোমাদের মদের দোকানে
খাবার পাত্র পরিষ্কার করব
তোমাদের প্রভুদের জন্যে মদের পেয়ালা
পূর্ণ করে দেব

তোমাদের রান্নাঘরের ঝুল ঝেড়ে দেব
আর আমাদের ক্ষুধার্ত সন্তানদের জন্যে
তোমাদের রাজসিক খানা থেকে
কিছু খাবার চুরি করে নিয়ে যাব ।

অনাহারেরে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে
ছিন্ন পোশাকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে
তোমাদের শাসন অগ্রাহ্য করে
আমাদের গান গাইতে গাইতে
আমরা তোমাদের বুকে দেওয়ালের মত
এইখানেই থাকব ;
ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে
আমরা ঝাঁকে-ঝাঁকে রাস্তায় ঘুরে বেড়াব
মাথা তুলে গর্বের সঙ্গে
তোমাদের কয়েদখানা ভরিয়ে দেব
ভবিষ্যৎ বংশধরদের মনে
প্রতিহিংসার বীজ রোপন করে যাব ;
আমরা অনেক অনেক
লিড্ডা
রামলা
গ্যালিলিতে
আমরা ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছি ।

আমরা এখানে থাকব
তোমরা তাহলে যাও
সমুদ্র শোষণ কর ।
আমাদের দেশ আর গাছপালার
অতন্দ্র প্রহরী হিসাবে
আমরা এখানে থাকব
আমাদের আদর্শকে সঞ্জীবিত করার জন্যে

আমরা এখানে থাকব ;
বরফ-শীতল বায়ু
আর হৃদয়ে লাল জ্বালা নিয়ে
আমরা এখানে থাকব ;
পাথর গলিয়ে আমরা আমাদের তৃষ্ণা
দূর করি
অনাহারকে আমরা ধূলির মধ্যে
ঘুম পাড়িয়ে রাখি
তবু আমরা এখান থেকে যাব না
এখানেই আমরা আমাদের
সবচেয়ে প্রিয় রক্তপাত করব ;
এখানেই আমাদের
অতীত
ভবিষ্যৎ
এখানে আমরা অজেয়।
সুতরাং
এইখানে
এই মাটির গভীরে
আমার শেকড়গুলি
দুর্গ রচনা করুক।

Impossible : অনুবাদ : সুনীলকুমার ঘোষ

আমাদের অতি প্রিয় বন্দী দশ হাজার
তোমাদের কম্বু কণ্ঠে বিদ্রোহী এ জাতির সত্তায়
মাথা উঁচু করে আছে সমূর্ত বিপ্লব।
ভুলব না তোমাদের, তোমাদের সঙ্গে আছি আমরা সবাই

মূল্য দেব মুক্তির যতক্ষণ সেই সূর্যোদয়ে
স্নান করে মাতৃভূমি মুক্ত হবে নাক।
তার পর গান যত
সর্বত্র ছড়িয়ে দেব এলে শুভদিন।

হৃদয় ও গোলাপের রঙে কলম চুবিয়ে
লিখে যাব তাই দিয়ে আমি,
পাখীদের ডানারও তুলিতে।
ঝড়ো হাওয়া পিঠে বয়ে গাছের গুঁড়িতে,
কারখানায়, খামারেও।
শিশুদের হাতের রেখায়
শহিদ মিনারে আর
কাঁধে কাঁধে বায়ুসেনাদের
লিখে যাব প্রত্যেক জায়গায়
শৃঙ্খলিত গাজা, কি গোলান আর যেরুশালেমেও।

একদিন মাতৃভূমি শৃঙ্খলিত ছিল
হয়েছে স্বাধীন আজ
ছিন্ন করে শৃঙ্খল দখলদারের
সে যে আজ অতীতের স্মৃতি।

তাইতো থাকব বেঁচে
বহমান বাতাসের ডানা
যখন তা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়
ফুল কি সবুজ পাতা
কিম্বা নদীর স্রোত
রাখালের বাঁশি
নিশ্চুপ রোদের তলে
পাখার কাঁপনে
সময় সীমান্ত থেকে জন্ম আমি নেব বার বার

পিতৃ পিতামহদের দেশে
উন্মুক্ত রোদের সঙ্গে
মিলনের রেখেছি তারিখ ।

Cry from a Defiant People : অনুবাদ : জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

আমি আর উল বুনিনা,
শিকারের বস্তু হয়ে পড়েছি আমি
সর্বদাই আমার বাড়ী আক্রান্ত।
এক টুকরো কাগজ পর্যন্ত আমার নেই
তাই গৃহপ্রাঙ্গণের এই অলিভ চারাতেই
আমি স্মৃতির বলয়বৃত্ত খোদাই করে যাব।

ভারাক্রান্ত কিছু ভাবনা
ভালবাসা আর আকুলতার কিছু কথা
অপহৃত আমার কমলা-কুঞ্জের বেদনা—
প্রিয়জনের হারানো কবরের স্বপ্ন :
আমি সব খোদাই করে যাব।

জয়ের উত্তাল আবেগে যাতে না ভুলি
আমার সকল প্রয়াস—
তাই সবকিছু মনে করার জন্যে
আমি সব খোদাই করব।

প্রতিটি ভূখণ্ডই—যা কেড়ে নেওয়া হয়েছে
—তা খোদাই করব,
আমার গ্রামের মানচিত্রে—বাড়ী, বৃক্ষ
পুষ্পিত উদ্যান, ফুলের চারাগাছ
—যা তুলে ফেলা হয়েছে—সব।

অত্যাচারিত পণ্ডিতদের নাম
তাদের রাখা হয়েছে যে সব জেলখানায়—
তাদেরও নামধাম
তাদের হাতে পরানো শৃঙ্খলের ট্রেড মার্কের পরিচয়
জেলের দপ্তরখানার কথা
আর সমস্ত অভিসম্পাতের কথা—
সবই আমাকে খোদাই করে যেতে হবে।

শাশ্বতকালের স্মৃতি জড়িয়ে রাখে
যে সব উৎসর্গ
দেয়ার ইয়াসিন এবং কাফ্‌র কোয়াসেমের
রক্তরাঙা মাটিতে জড়ান যে সব উৎসর্গ :
আমি খোদাই করব তাদের কথাও।

সবার ওপরে খোদাই করব আমি
বিরোধের সেই বিষাদগভীর বেদনা—
যা দুঃখের সোপান বেয়ে
মনের ঊর্ধ্বলোকে এসে জমেছে—

আমি সূর্যের সংকেত, চাঁদের মৃদু সুরের কথা,
প্রেম-বর্জিত রিক্ত প্রান্তে ভরতপাখির ডাক—
সবই আমি খোদাই করে যাব
স্মৃতির জন্যে, সকলের জন্যে,
প্রত্যেকটি খুঁটিনাটী—
গৃহের প্রাঙ্গণে এই অলিভ গাছে
—আমি খোদাই করতেই থাকব !

The Olive Tree : অনুবাদ : শুদ্ধসত্ত্ব বসু

আমরা পাথরের মত
তোমাদের বুকে চেপে বসব—
পেটে কিছু পড়ুক বা না-পড়ুক
গা-ঢাকার কিছু থাক বা না-থাক
বেপরোয়াভাবে আমাদের গান
আমরা গেয়ে যাব ;
সগর্বে জেলখানা ভরিয়ে দেব ;
আর বংশপরম্পরায়
গড়ে তুলব
একপাল সংগ্রামী ছেলেমেয়ের দল।

A Poem : অনুবাদ : বিজন ঘোষ

…অতীতের কথা ভুলে যাও এবং জাগো

কারণ, আমাদের সবাইকেই পান করতে হয়েছিল…
পান করতে হয়েছিল পেয়ালা নিঃশেষ করে
পান করতে হয়েছিল আমাদেরই রক্তবর্ণ তিক্ত মদিরা

এবং পশুর মত জবাই হতে হয়েছিল আমাদের
…জবাই হতে হয়েছিল মেষের মত
ইতিহাস যখন উন্মাদ হয়েছিল

এবং আমাদেরও সব পালিয়ে যেতে হয়েছিল
…পালিয়ে যেতে হয়েছিল হাঁসের পালের মত
এবং আমাদের মজ্জায়-মজ্জায় ছড়িয়ে পড়েছিল লজ্জা

তা পড়ুক—আমাদের মাংস এখন নতুন সেতুর মত…
…উদ্দাম আর ক্রোধোন্মত্ত সমুদ্রের ওপরে
সেই সেতু গিয়েছে সমুদ্রের তীর পর্যন্ত
যার সঙ্গে কোনো দিন আমরা প্রতারণা করি নি
আমাদের সঙ্গেও কোনোদিন প্রতারণা করেনি সে

চকচকে সোনায় ভরা ওগো আমাদের মাটি
লাল রুবি আর হাতির দাঁতে ভরা
আমাদের ভালোবাসা ভালোবাসার চেয়ে শক্ত,
ভালোবাসার চেয়ে দামী

তাহলে, অতীতকে ভুলে যাও, ওঠো
আগামী কাল যদি পালিয়ে যেতে চায়
আমরা তাকে পালিয়ে যেতে দেব না

আমরা এখনও মরিনি এবং পাছে…কিন্তু
আর একবার…
আমরা তৈরী হয়েছি
নতুন ভাবে…

Bury Your Dead And Arise : অনুবাদ : বিজন ঘোষ

দুর্ধর্ষ ঝড় উত্তাল হল যখন
যখন ঝঞ্ঝার স্রোত ধেয়ে এল কালো হয়ে
সবুজ স্নিগ্ধ এই পৃথিবীতে—
বাতাস যেন ফুলে ফুলে উঠছে
শয়তানের ফুৎকারে,
গাছটা কাটা হল ; পড়ে গেল ।
প্রাচীন গুঁড়িটা পর্যন্ত উপড়ে ফেলে দিলে ঝড় ।
গাছটা মৃত ।

গাছ, ও-গাছ,
তুমি কি মরতে পার ?
রাঙা ছোট্ট নদীটার এই জিজ্ঞাসা :
ও আমার প্রিয় গাছ
তোমার শিকড়গুলি
তোমার ডালপালার জারক রসে সঞ্জীবিত
আরব দেশের শিকড়ের তো কোনো মৃত্যু নেই ।
ওই পাহাড়ের প্রান্ত ছাড়িয়ে
বসুন্ধরার অন্তর্গভীরে তো তারা ব্যাপ্ত, বিস্তৃত ।

হে বৃক্ষ, আমার প্রিয় বৃক্ষ,
তুমি আবার বেড়ে উঠবে
এই সূর্যের আলোয় তোমার চিকণ পাতায়
নামবে সবুজ জোয়ার,
কোমল কচি পাতারা রোদের আলোয়
হাসবে খিলখিলিয়ে
আর পাখিরা তখন ফিরতে চাইবে না
নিজের নিজের নীড়ে, কখনো না !

The Flood and the Tree : অনুবাদ : শুদ্ধসত্ত্ব বসু

হে প্রভু, হে বিশ্বপিতা,
এ-বছর
যিরুশালেমের সমস্ত আনন্দ-উৎসব
ক্রুশবিদ্ধ হয়েছে।

তোমার জন্মদিনে, হে প্রভু,
সমস্ত ঘণ্টা আজ মূক হয়ে গিয়েছে!
দু'হাজার বছর ধরে যে-ধ্বনি
মুখর হয়েছিল,
আজ তারা স্তব্ধ, হতবাক!

গম্বুজগুলি সব কালো দেখাচ্ছে
চারপাশে অন্ধকার ছেয়ে আসছে
দুঃসহ যন্ত্রণার পথ বেয়ে
যিরুশালেম হেঁটে চলেছে।
ক্রুশের ওপরে যিরুশালেম গোঙাচ্ছে;
অত্যাচারীদের হাতে
যিরুশালেম রক্তাক্ত।

হে প্রভু, সেই আর্তনাদ পৃথিবীর
কানে ঢুকছে না। বড় একরোখা
এই পৃথিবী। সূর্যের চোখটিকেও
কে যেন বুড়ো আঙুল দিয়ে থেঁতলে দিয়েছে।
ছিন্নভিন্ন পৃথিবীটা আজ তার
পথ হারিয়ে ফেলেছে।
হে প্রভু, যিরুশালেমের দুঃখ মুছে ফেলার জন্যে
পৃথিবী একটি বাতিও জ্বালেনি,
ফেলেনি এক ফোঁটাও চোখের জল।

হে প্রভু, দ্রাক্ষাক্ষেতের কৃষকেরা যেমন
ক্ষেতের উত্তরাধিকারীকে হত্যা করেছিল, তেমনি

পাপের পাখিটা পাপের জগতে
পাখা মেলে উড়ে
যিরুশালেমের সমস্ত শুদ্ধতাকে কলঙ্কিত করেছে।
হে প্রভু, যিরুশালেমের গৌরব,
দুঃখের অতল বিবর থেকে
রাত্রির গভীর রন্ধ্র থেকে
যিরুশালেমের আর্তনাদ
তোমার সামনে এসে পৌঁচেছে।

হে প্রভু, দয়া কর
যিরুশালেমকে কৃপা কর ;
নিস্তারপর্বের ভোজে
যে পানপাত্রটি তুমি ব্যবহার করেছিলে,
সেটি ওর হাতে তুলে দিও না।

To Christ : অনুবাদ : বিজন ঘোষ

প্যালেস্টাইন—তুমি চিরকালের ■ ফাদওয়া তুকান

হে আমার জন্মভূমি
তুমি মহীয়সী।
দুঃখরাত্রির আড়ালে
পেষণ যন্ত্র অবিরাম ঘুরতে পারে
কিন্তু তারা তোমার জ্যোতিকে
কখনই ম্লান করতে পারে না ;
সে শক্তি তাদের নেই।

কারণ,
তোমার নির্যাতিত আশা
তোমার ক্রুশবিদ্ধ যৌবন
এবং তোমার হারিয়ে-যাওয়া হাসির
ভেতর থেকে
তোমার ছেলেমেয়েদের হাসিতে
অত্যাচার আর ধ্বংসস্তূপের
ভেতর থেকে,
রক্তাক্ত দেওয়াল
আর জীবনমৃত্যুর শিহরণে
নতুন জীবন জাগবে।

হে মহীয়সী জন্মভূমি,
কত গভীর ক্ষত তোমার বুকে ;
একমাত্র ভালবাসা ছাড়া
তোমাকে দেবার মতো
আমার আর কিছু নেই।

For Ever Palestine : অনুবাদ : অলোক মুখোপাধ্যায়

সীমান্তে রোদ্দুর হাঁটে,
বন্দুক নীরব,
চাতক ধরেছে তার সকালের গান ভুল করে,
আর
উড়ে চলে যায়
কুবিৎসের পাখীদের কাছে ;
গুলির সীমান্ত রেখা পার হয়ে চলে যায়
সঙ্গীহীন গাধা
ভ্রূক্ষেপ নেইক তার কড়া পাহারার।

কিন্তু আমার চোখে
সীমান্তের পাঁচিলটা মিছে,
আকাশটা ছিন্ন করে অন্ধকার বাধা।

The Exile : অনুবাদ : জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

আমার দেশ

সালেম জুবরান

মাতৃভূমি আমার,
তোমার মাটিতেই আমি বসবাস করব
তোমার বাতাসে আমার বাঁশীর সুর মেশাব ;
যারা কান্নায় ভেঙে পড়ে তাদের বলবো :
শীতের অবসান হবে
আশাহীনের অশ্রু মুছে দাও হাসি দিয়ে।
আমার হাতে হাত মেলাও
বাঁচার লড়াই আর স্বদেশে ফেরার লড়াইয়ে
তোমাকে সৈনিক হতে হবে।
নির্বোধ আর কাপুরুষ যারা
তারাই মৃত্যুভয় করে ;
দুর্বিপাক সহ্য করে যারা
তারাই হয় গৌরবের অধিকারী।
পথের কাঁটা পায়ে দলে
বসন্তকে এগিয়ে আনো।

My Country :

অনুবাদ : বিজন ঘোষ

মা, তোমাকে ধিক্ ।
তুমি এক বিদেশীকে স্তন্যদান করেছ
তোমার বুকের রক্ত
সে শোষণ করেছে ।
আর
আমি ক্ষুধার্ত ।

তোমাকে ধিক্, মাগো ।
বিদেশীকে আমারই শয্যা দিয়েছ পেতে ।
আর
সারারাত
হাড়কাঁপা শীতে
অনিমেষ আমি জেগে আছি ।

ধিক্ তোমাকে ।
তুমি এক বিদেশীকে হৃদয় দিয়েছ
আর
আমাকে করেছো পর
স্নেহ নেই মায়া নেই
পলাতক আমি ।

ধিক্ তোমাকে মাগো
ধিক্ সমস্ত নারীকে ।

Mother : অনুবাদ : আলোক মুখোপাধ্যায়

জেলের মধ্যে গান

সালেম জুবরান

এই আমাদের প্রথম রাত্রি···
বাইরে বৃষ্টির শব্দ হচ্ছে
এবং আমার খোলা জানালা দিয়ে
অন্ধকারে আমি দেখতে পাচ্ছি
পাম গাছের ছায়া
ছুঁচের ডগার মত ছুঁছোলো ঠাণ্ডা···
কম্বলগুলি ঃ নোংরা, ছেঁড়া, ঝরঝরে
নিস্তব্ধতা ঃ অভিশাপ ছড়াচ্ছে
আর আমি, একা, কয়েদখানায় বন্দী।

একা, একা
নিস্তব্ধতার ঢেউগুলি কত গভীর
রাত্রির অন্ধকারে নিঃসঙ্গ আমি
গভীর চিন্তায় ডুবে যাচ্ছি
ফিশফিশ করছি, গুঞ্জন করছি এবং স্মরণ করছি
আমার ঘরের পাশে রাস্তাটিকে ?
জঘন্য তুমি, আমার পথের শত্রু তোমরা।

আজই প্রথম রাত্রি
হ্যাঁ ; প্রথম এবং শেষ রাত্রি নয়।

A Song in Prison :

অনুবাদ ঃ সুনীলকুমার ঘোষ

যা করা সম্ভব নয়, আমাকে তা করতে বলো না।
নক্ষত্রকে শিকার করতে
সূর্যের কাছাকাছি হেঁটে যেতে
আমাকে তুমি বলো না ;
সমুদ্রের জল নিঃশেষ করতে
দিনের আলো মুছে ফেলতে
তুমি আমাকে বলো না ;
আমি মানুষ ছাড়া আর কিছু নই।

আমার দু'টি চোখ
আমার প্রেম আর প্রত্যয়
আমার শৈশবের স্মৃতি ভুলে যেতে
আমাকে তুমি বলো না।

একটা অলিভ গাছের তলায় আমি বেড়ে উঠেছি
আমার বাগানের ডুমুর আমি খেয়েছি
নুয়ে-পড়া দ্রাক্ষাক্ষেতের আঙুর-নির্যাস
আমি পান করেছি
উপত্যকায় বেড়ে-ওঠা ক্যাকটাস্ গাছের
স্বাদও আমি নিয়েছি···
এছাড়া আরও অনেক অনেক স্মৃতি
জড়িয়ে রেখেছে আমাকে।

রাতের পাপিয়া আমাকে তার গান শুনিয়েছে
প্রান্তর আর সহরের বাধাহীন বাতাস
সব সময় আমার দেহে রোমাঞ্চ জাগিয়েছে
বন্ধু, আমার নিজের দেশকে ছেড়ে যাওয়ার কথা
আমাকে তুমি বলো না।

To a Jewish Friend : অনুবাদ : বিজন ঘোষ

আমি হতাশ হব না
যদিও আমার পথ কারাগারের দিকে
সম্প্রসারিত হয়
যদিও আমাকে রোদের মধ্যে হাঁটতে হয়
নির্বাসিতের জীবন যাপন করতে হয়
তবু আমি হতাশ হব না।
প্রতিঘাত হানার জন্যে সত্য ছাড়া আর কোন
হাতিয়ারই গ্রহণ করব না আমি।
কৃষ্ণ শিবির আর নির্বাসনকে উচ্ছেদ করব আমি
অলিভ গাছের ফল খাব
চাষ করব আঙুর ক্ষেত
গান গাইব—প্রেমের গান
জাফা আর হাইফাতে
আমাদের বাড়ির ধারে
সবুজ ফসলের বীজ বুনে দেব।
এইসব করার অধিকার আমার রয়েছে ;
সত্য ছাড়া অন্য কোথাও আশ্রয় নেব না আমি।

অজস্র ফুলে ভরা
স্বপ্নের প্রাসাদ গড়ে তোলার জন্যে
পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করাই আমার কাজ ;
এর মধ্যে কোন তাড়া নেই
নেই কোন অশোভনীয়তা
কারণ এইটাই আমার পথ।
যদি তার জন্যে আমার চোখের ঘুম
আর আমার আত্মার শান্তি
নষ্ট করতে হয়
তাতেও আমি পিছপা হব না।
আমি সেই মূল্যই দেব,
নিরাশায় ভেঙে পড়ব না কোনদিন।

The Way :

অনুবাদ : রমেন বন্দ্যোপাধ্যায়

জাফায় ম্যারিজুয়ানার গন্ধে ঘুম ছড়িয়ে পড়ে
বন্ধ্যা পথগুলি দীঘল ক্লান্তি আর মাছির ভনভনানিতে মূর্ছাতুর
এবং জাফার হৃদয় আজ স্তব্ধ, পাষাণ-চাপা
স্বর্গের পথে-পথে চাঁদের জন্যে শোক করছে সবাই

জাফার আকাশেও চাঁদ নেই
জাফাকে দেখে মনে হচ্ছে
একটি প্রস্তর-ফলকের ওপরে এক ফোটা রক্তের মত।
জাফার বুক থেকে একদিন কমলালেবুর দুধ ঝরে পড়তো
আজ পিপাসার্ত সে···এই জাফার
ঢেউ-এ একদিন বৃষ্টিকণারা পরিপুষ্ট হতো।
এই জাফার সৈকতে একদিন আগমন হতো উষার
সেই জাফার মেরুদণ্ড আজ ভেঙে গিয়েছে
সে তার মৃত হাত দুটি নিয়ে রয়েছে দাঁড়িয়ে।
যে-জাফার বাগিচায় মানুষ একদিন ফুলের মত
বিকশিত হতো
সেই জাফা আজ ম্যারিজুয়ানার নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে
মানুষের খোঁয়াড়ে পরিণত হয়েছে।
জাফার ইঁদুর তাড়ানোর কাজে ব্যস্ত ছিলেম আমি
আর ব্যস্ত ছিলাম
জাফার মৃত জানুর তলা থেকে জঞ্জাল সাফ করার কাজে
ধুলো আর দেওয়ালের নিচে নক্ষত্রগুলিকে
কবরস্থ করার কাজে
তার অস্থি থেকে বুলেট বার করার কাজে···

ক্রোধে ধূমায়িত আমি
নিহত জাফার একগাছি চুল ছিঁড়ে
তামাকের মত তাকে পুড়িয়ে আমি তার
গন্ধ শুঁকবো···
আর ক্লান্ত হয়ে পড়লে
বিশ্রাম নেব।

Jaffa : অনুবাদ : সুনীলকুমার ঘোষ

হৃদয়ে তাদের কুয়াশার প্রান্তর
আর চোখে তাদের নগ্ন পাবকের বীভৎসতা
যে-জগতে ভাগ্য বলে কোন বস্তু নেই
সেই জগতে ভাগ্যের পানে তারা হাত বাড়িয়ে ধরেছে
নদীর প্রবহমানা গতিই তাদের মনে
আশার সঞ্চার করে
সেই আশা নৈরাশ্যের দুঃখ নিয়ে
ফিরে আসে···
সেই সমস্ত দুঃখের শেষে
সত্যিকার ঊষা জাগবে
সেই ঊষার বুকে আশার আলো ফুটে উঠবে
সেই আশার মরীচিকাই তাদের অনন্ত ভবিষ্যৎ ;
এবং তথাপি
হৃদয়-আকাশ তাদের
কুয়াশার আস্তরণে ঢাকা
এবং তাদের চোখের ওপরে
পাবকের বীভৎসতা নগ্ন বিভীষিকায় উন্মত্ত···

Illusion : অনুবাদ : বিজন ঘোষ

জনৈক বিপ্লবীর প্রার্থনা ■ অ্যালি এল রোগুই

জাফা—যা কিছুই ঘটুক না কেন
তুমি হতাশ হয়ো না,
তোমার পবিত্র উপত্যকায়
তোমার মাটির স্নেহের টানে
আমি ফিরে আসবো ভালবাসার এই পূর্ণকুটীরে।

আমি ফিরে আসব,
কারণ,
তোমাকে পাবার ও তোমাকে ভালবাসার জন্যে
আমার রক্তে এখন উন্মত্ত কলরোল।
তোমার সন্তানদের জন্যে হতাশ হয়ো না
তোমারই জন্যে তারা মৃত্যুর মুখে এগিয়ে চলেছে
তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে
জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে।

জাফা, প্রস্তুত হও, তোমার গৌরবের দিন সমাগত
যতক্ষণ তোমার আগুন আমার বুকে জ্বলবে
ততক্ষণ আমি অপমানে মাথা নীচু করব না।
যদিও প্রথম যুদ্ধে আমরা পরাজিত
তবুও আমরা লড়াই চালিয়ে যাব॥

Prayer of a Revolutionary : অনুবাদ : মানস ঘোষ

রাষ্ট্রসংঘের সমস্ত সুবেশ সদস্যদের !

বিশ্বের চারপাশ থেকে সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ,
খর মধ্যাহ্নে তোমাদের চটকদার কন্ঠ-বন্ধনী
আর আধুনিক সমস্যা নিয়ে জোরদার আলোচনায়
কার কী লাভ হচ্ছে ?

বিশ্বের সর্বত্র থেকে সমাগত, হে ভদ্রমহোদয়গণ,
আমার হৃদয়ের ওপরে শ্যাওলার আস্তরণ পড়েছে
ঢেকে দিয়েছে কাচের দেওয়ালগুলি

তোমরা যে এত সভা ডাকছ
ঝুড়ি-ঝুড়ি বক্তৃতা দিচ্ছ
হে গুপ্তচরের দল, তোমাদের মত বেশ্যাদের
বাক্যবিন্যাস আর উচ্চ নাদে
আমাদের যুগে কার কী উপকার হচ্ছে ?

হে ভদ্রমহোদয়গণ,
মর্কটের দেখা চাঁদ তার গতিপথে
আবর্তিত হোক !
পৃথিবীর সমস্ত সেতুপথ আমার কাছে রুদ্ধ হয়েছে
পীতবর্ণ ধারণ করেছে আমার ধমনীর রক্ত
প্রতিজ্ঞার পাঁকে আমার হৃদয় আজ নিমজ্জিত ।

হে বিশ্বের ভদ্রমহোদয়গণ,
আমার লজ্জা তোমাদের অভিশাপ হোক
আমার দুঃখ সাপ হয়ে দংশন করুক তোমাদের,
কালো চকচকে 'পেটেন্ট' চামড়ার জুতো-পরা

বিশ্বের ভদ্রমহোদয়গণ
আমার ক্রোধ ভাষায় আমি ব্যক্ত করতে পারছিনে
আর আমাদের যুগটাই হচ্ছে কাপুরুষদের ;
আর আমার কথা যদি বল···
আমি নিরুপায় !

To All the Smartly Dressed
Men in the U. N :

অনুবাদ : সুনীলকু ঘোষ

প্যালেস্টাইন… ?

অশ্রুসজল আঁখি মেলে
আমার হৃদয় তোমার জন্যে প্রার্থনা করে,
আমার মন তোমার কাছে রয়েছে,
কিন্তু আমি কী করতে পারি ?…

আমার হৃদয় দুঃখে ভারাক্রান্ত
আমিও চাই তোমার জন্যে যুদ্ধ করতে,
কিন্তু এখনও আমার সময় হয় নি,
সুতরাং আমি কী করতে পারি ?…

ওরা বলে আমি নাকি খুব ছোট
যদিও আমার হৃদয় খাঁটি,
ওরা বলে আমি নাকি যুদ্ধ করতে পারি না,
সত্যিই আমি কী করবো ?…

আমি দেখেছি ফোঁটা ফোঁটা রক্ত
কিভাবে শিশিরকে ঢেকে ফেলেছে ;
আমি মরতে দেখেছি দেশের মানুষদের
হায় ঈশ্বর—আমি কী করবো ?…

ওদের খুন করা মানুষের দেহগুলিকে
পড়ে থাকতে আমি দেখেছি,
আমি শুনেছি তোমার ডাক
এবং আমি জানি—আমি কী করবো ।…

মৃত্যু শয্যায় আমি এখন শুয়ে রয়েছি
আমি তোমার জন্যে যুদ্ধ করেছি,
ওরা বলেছিল আমি নাকি যুদ্ধ করতে পারি না,
কিন্তু আমার সাধ্যমত আমি যুদ্ধ করেছি ।

ওরা বলেছিল আমি খুব ছোট
কিন্তু ওরা জানতো না
দেশের জন্যে জীবন উৎসর্গ করার কাজে
কোনো বয়সটাই ছোট নয় ।

I knew what to do :

অনুবাদ : মানস ঘোষ